ব্রহ্ম

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

পাছে দোষ অর্সে তাই মদ মৎস্য মাংস মুদ্রা নারী
সভয়ে এড়িয়ে আমি এতদিন রয়ে গেছি সৎ।
কোনো পাপ করি নাই জীবনে জ্ঞানত:
মেয়েদের মসৃণ গোড়ালি দেখে কুণ্ডলিনী কামভাব জাগে,
সুতরাং চোখ ফিরিয়ে, শূন্যময় নিরঞ্জন ধ্যানে
দৃষ্টির কপাট বন্ধ করেছি চঞ্চল কতদিন।
শোলার কদমফুলের উদ্দীপন ঘটে:
আঙুর, পুঁতির গোছা— চতুর্দিকে ভনভন মাছির বাজার—
বেশির ভাগ যুবক কবির লেখা পাণ্ডুমুখে এড়িয়ে চলেছি,
শুধু ধর্মপ্রাণ বঙ্কিম পড়েছি, শুধু গীতা, রামকৃষ্ণ

আমিই ধর্ষণ করি আমি ধর্ষিতা।
আমিই সিঁধেল চোর তেল মেখে চিকচিকে শরীরে
ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে যাই, এঁকেবেঁকে, বকুলের কাঞ্চনের আড়ালে জ্যোৎস্নায়;
আবার বমালসুদ্ধ একদিন গ্রেফতার হই।
আমিই পুলিশ, আমিই ছোরার ছন্দে হেসে এক কোপে নামাই শিকার;
আমি গাধা-গাধী উল্লাসে মৈথুন করি প্রকাশ্যে রাস্তায়;
বেহেড মাতাল আমি সচিত্র পেখম প'রে নাচি-কুঁদি ময়ূরীর পাশে,
ঘুষ দিই, ঘুষ নিই, আয়কর ফাঁকি দিয়ে আমিই যক্ষীর
পায়ে রাখি; —এই ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে সংসারে ফিরে যা।
একবার সাটিন ঊরুর তুই দৃঢ়মুষ্টি ভেঙে দেখ্ দিকি
আমার মতোই দিব্য মজা পাস কিনা।

ফুসমন্তর, আজ থেকে লম্পট হয়ে যা।

আরশি নগর

আরশি নগরে পড়শি বসত করে।
ধান ভেসে গেছে, মানুষ মড়কে মরে।।

লতাপাতা জামা, চিত্রিত দুটি ভুরু,
সূর্য হাসায় শুপুরির ফুহারাকে,
শাঁখের শব্দে আলিপুরে ফেরে হাঁস,
পড়শি আমার উঠলো পন্টিয়াকে।
(৬-২৯) মনুমেন্টের নিচে।
জনসভা তাকে ডাকে।

ডুবে গেছে কত শান্তির সংসার।
ত্রস্ত গোরুর দুটি চোখ দ্যাখে ভয়,
ধরে আছে লোকে উঁচু বাড়িটির চুড়ো,
সাহায্য দরকার।

জলে ভাসে ঘর—সান্ত্বনা দরকার।
কাপড় অন্ন নিয়ে উড়ে যায় প্লেন,
তারায় - তারায় অনন্ত শাদা রোদ,
গুনতে পারিনে আর।

গণক প্রেমিক ভিক্ষুকে গুলজার
রূপসী শহর কোথায় আরশি তার?